দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

স্কুল ছুট ছাত্র

সৈয়দ আলী কবীর

চোখ মেলে দেখুন। অসংখ্য ছোট ছেলেমেয়ে হাটে মাঠে ঘাটে খেলে বেড়াচ্ছে। কিংবা তারা সংসারের কাজে লেগে গিয়েছে। ছেলেরা বাড়ীতে বা বাইরে শ্রম দিচ্ছে। মেয়েরা সংসারের কাজে লেগে গিয়েছে। আর একটু বাড়লে তাদের বিয়ে দিয়ে বিদায় দেয়া হবে। যে সব ছেলে-মেয়ের কথা হচ্ছে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ত্যাগী বা আদৌ বিদ্যালয়ে যায়নি। যারা স্কুলে গিয়েছে তারা এক-আধ বছর পড়ালেখা করেছে। কিন্তু যা পড়েছে তা ভুলে গিয়েছে। এই সব স্কুলত্যাগী ছাত্র আমাদের জন্য বিরাট সমস্যা।

বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয় দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা। নইলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পারবো না। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা দায়িত্ব আছে। যে সব ছেলেমেয়ে স্কুল ত্যাগ করেছে বা স্কুলে যায়নি, তাদেরকে পড়ালেখার জগতে নিয়ে আসা। কিন্তু যাদের বয়স আট-নয় হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোড়ার ক্লাসে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়ে। তাদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড় ছেলেরা তাদের সাথে এক সঙ্গে এক ক্লাসে বসতে পারে না। তাই স্কুল ত্যাগী ছাত্রদের জন্য ভিন্নতর শিক্ষার কার্যক্রম প্রয়োজন হয়। একটা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education) কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তাদের নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। এ ধরনের একটা প্রচেষ্টায় ব্র্যাক নিয়োজিত। এ লেখায় তাদের মডেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবো।

তারা সাড়ে সাত থেকে সাড়ে নয় বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিন বছর ধরে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে (বয়স নির্ধারণে ভগ্নাংশের কি যুক্তি আছে তা আমার বোধগম্য নয়।) উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করা ও সেই সঙ্গে এমন সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া যা তাদের জীবনে কাজে লাগবে। এ সব ছেলেমেয়ে নেতিয়ে পড়া চারার মতন। একবার সার্থকভাবে শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসার পর তারা সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের বয়স একটু বেশী বলে বুদ্ধি পরিপক্কতার দরুন তারা শেখে তাড়াতাড়ি। উপরন্তু শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে সেতু রচনা তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কারণ, এ সব ছেলে-মেয়ে জীবন দেখতে আরম্ভ করেছে। যে সব ছেলেমেয়ে সার্থকভাবে শিক্ষা নেয়, তারা দেশের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে যোগ দেবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যারা শিক্ষা জগতের বৃহত্তর স্রোতে ফেরত আসছে না, তাদের জীবনেও শিক্ষা নষ্ট যাচ্ছে না। তাদের সাক্ষরতা জ্ঞান পাকাপোক্ত হয়। তারা জীবনে কাজ-কর্ম চালাবার মতন অংক শেখে।

যে সব ছেলেমেয়ে শিক্ষা জগতে ফেরত এসেছে তারা বই সম্বন্ধে আশ্চর্য কৌতূহল দেখায়। বই তাদের জন্য একটা আনন্দের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সাক্ষরতার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সাথে সাথে নতুন পাতায় কি আছে, তার সন্ধানে মত্ত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা তাদের সীমাবদ্ধ জগত থেকে নতুন জগতে প্রবেশ করার আনন্দ পায়। যেন ছোট একটা ডোবা বা পুকুর থেকে একটা দীঘিতে সাঁতার কাটার সুযোগ পেয়েছে।

স্কুলের একটা ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিরিশ। সপ্তাহে ছ'দিন ক্লাস বসে। ছুটিছাটা বাদ দিয়ে বছরে দু'শ' আশি দিন পড়ানো হয়। স্কুল চলে দিনে আড়াই ঘন্টা। তার মধ্যে চল্লিশ মিনিট ব্যয় করা হয় শরীর চর্চা ও খেলাধুলায়। শিক্ষকগণ যে অঞ্চলে স্কুল অবস্থিত সে অঞ্চলের মানুষ। তারা ভলেন্টিয়ার। তবে একটা সম্মানী পান। শিক্ষকদের অধিকাংশ প্রবেশিকা পাস। কিছু আছেন যাঁরা বেশী শিক্ষা পেয়েছেন ও কিছুবা কম। কিন্তু শিক্ষক বাছাই করার সময় যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয়। অধিকাংশ মহিলা। একটা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকের অভাব হয় না। তবে যাদের শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষণের সময় দীর্ঘ নয়, কিন্তু গুণগত মান উঁচু।

স্কুল কেবল অবৈতনিক হলে চলে না। ছেলেমেয়েদের বই খাতা পেনসিল সরবরাহ করতে হয়। যাবতীয় খরচা ধরে একটা স্কুল চালাবার জন্য পনের হাজার টাকা ব্যয় হয়। তার মধ্যে দশটা স্কুলপ্রতি একজন পরিদর্শকের বেতন ধরা আছে।

ব্র্যাক তাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কতকগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। একটা বড় কথা স্মরণ রাখতে হয়। ছেলেমেয়েরা নিরক্ষর পরিবেশ থেকে এসেছে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে তাদের মধ্যে অনেক কুঅভ্যাস জন্মে। যথা-নিয়মিত স্নান করে না, পরিষ্কার থাকে না, জামা কাপড় ধোয়ার বালাই নেই। এসব অভ্যাস শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেলায় সহজাত হয়ে গিয়েছে। নিরক্ষর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এই সব অভ্যাস শেখানো হয়। তারা নতুন অভ্যাস চট করে রপ্ত করে নেয়। এখানেই শেষ নয়। উপরন্তু স্কুলে যখন অভ্যাস পরিবর্তন করে, তখন তা পরিবারের মধ্যে চারিত হয়। তার জন্য স্কুল থেকে একটা চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যেমন ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যে, তারা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখেছে, তেমনি যেন তাদের ভাইবোনদের শেখায়। এমন কি গুরুজনদেরও।

বইয়ের কি ধরনের ভাষা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ব্র্যাকের ধ্যানধারণা হয়েছে। গ্রামের মানুষ সোজা ভাষা চায়। শহুরে মানুষ অনেক সময় ঘুরিয়ে কথা বলা পছন্দ করে। গ্রামের লোক করে না। তারা ভাষার অলঙ্কারের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। মোট কথা শিক্ষার প্রসারের প্রাথমিক স্তরে একটা অলঙ্কৃত ও কারুকার্যময় ভাষা শেখানো অপচেষ্টা। গ্রামের লোক জানে যে, বইয়ের ভাষা তার কথার ভাষা থেকে ভিন্ন। কিন্তু তার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ চায় না। শহরের জ্ঞানী গুণী মানুষেরা গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য বই তৈরী করার সময় ব্যাপারটা সব সময় বুঝে ওঠেন না।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের উৎসাহের গভীর সম্পর্ক আছে। একে সচল রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর পিতামাতার আস্থার প্রয়োজন হয়। এ কারণে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। সংযোগ স্থাপনের জন্য ছেলেমেয়েদের মা'দের নিয়ে মাসে একবার কমিউনিটি মিটিং করা হয়। তাঁরা নিরক্ষর বলে ছেলেমেয়েদের প্রথম হাতে খড়ি দিতে পারেননি; কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশের ওপর বড় রকমের গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষার জন্য যে সম্প্রদায়ে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাদের প্রচুর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সে সহযোগিতা যত গভীর হবে ততই এ ধরনের প্রোগ্রাম সফল হবে। ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের স্কুল-ছুটদের সংখ্যা নগণ্য। তার কারণ, স্কুল সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীর বাবা-মার গভীর আগ্রহ যার প্রতিফলন ঘটে কমিউনিটি মিটিংয়ে।

ব্র্যাক শিক্ষা দেবার জন্য বই তৈরী করেছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তাদের মডেল বই প্রকাশ করেছে। তাদের বই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে। যারা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছেন, তাঁরা ব্র্যাক প্রকাশিত বই ব্যবহার করতে পারেন। যাদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও অর্থ আছে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন মডেল উদ্ভাবন করতে পারেন। তবে একটা জানা মডেল হাতে পেলে কাজ আরম্ভ করতে সুবিধা হয়।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে ব্র্যাক অনুসৃত মডেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে অন্যদের এ ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। কোন সুধীজন নিজস্ব প্রচেষ্টায় এ কাজ হাতে নিতে পারেন। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যাপারে টাকা বড় কথা নয়, বেশী টাকা থাকলে আয়োজন বড় হবে। কম থাকলে আয়োজন ছোট হবে, কিন্তু একটা ভালো কাজ হবে। তবে কাজের গুণগত মানের জন্য সততা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

নিরক্ষরতার সঙ্গে যুদ্ধকে আমরা অবহেলা করেছি। অথচ এই যুদ্ধ উন্নয়ন অর্থনীতির একটা বড় অঙ্গ। গ্রামীণ উৎপাদনে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। অকৃষিখাতে উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপরন্তু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মান উন্নয়ন প্রয়োজন। মানুষকে সাক্ষরতা জ্ঞান ও পর্যাপ্ত শিক্ষা না দিলে এসব উদ্যোগ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অসম্পূর্ণ থেকে যায়।